AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 10-04-2025 **Time: 7.35 A.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের ডিআই অফিস ঘেরাওয়ের সময় কলকাতার কসবায় গতকালের হিংসাত্মক ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে সরকার।

রাজ্য সরকার আবারও চাকরিহারাদের পাশে থেকে সবধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

২) শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু শিক্ষকদের আন্দোলনের সময় পুলিশের লাঠি চার্জকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এই সপ্তাহেই তিনি চাকরিহারা প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন।

৩) বীরভূমের তারাচুয়ায় আদিবাসীদের কৃষি জমি দখল কোরে অবৈধ পাথর খাদান চালানোর অভিযোগ সম্পর্কে জেলাশাসককে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

৪) সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত তিনজনের পরিবারকে আট সপ্তাহের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দানের নির্দেশ হাইকোর্টের।

৫) ২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলের মধ্যে ২৩ টি তে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সম্মতি দেননি, এই অভিযোগ রাজভবন খারিজ করে দিয়েছে।

৬) আজ মহাবীর জয়ন্তী। এ রাজ্যেও নানা অনুষ্ঠানে দিনটি পালিত হচ্ছে।

কলকাতা গতকাল মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় তিনি দায়বদ্ধ।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিলের প্রেক্ষিতে ডিআই অফিস ঘেরাওয়ের সময়ে কলকাতার কসবায় গতকালের হিংসাত্মক ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সহ রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা গতকাল নবান্নে জানান, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, ডি আই অফিসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই বিক্ষোভের আগাম কোনো খবর পুলিশের কাছে ছিল না। পুলিশ কমিশনার সকলকে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখারও আর্জি জানান।

অন্যদিকে, চাকরি হারাদের পাশে থেকে তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে রাজ্য সরকার আবারও আশ্বাস দিয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ গতকাল নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই আশ্বাস দিয়ে বলেন, কসবার ঘটনা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। গোটা বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দেখার পাশাপাশি আইন মেনে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

(বাইট – মনোজ পন্থ)

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন দাখিল করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য শীঘ্রই রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং প্ররোচনায় পা না দেওয়ারও আবেদন জানান মুখ্যসচিব।

আগেই জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিলের প্রেক্ষিতে জেলায় জেলায় ডিআই অফিস ঘেরাওয়ের সময় কলকাতার কসবার মাধ্যমিক জেলা বিদ্যালয় কার্যালয় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। চাকরি হারারা সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় ব্যারিকেড করে তাদের বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই বাধা টপকে তারা এক সময় অফিসের ভেতরে ঢুকে পড়লে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে। পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের লাথি মারারও অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং দুই মহিলা সহ ৬ জন পুলিশ কর্মীও আহত হন।

এদিকে, এই ঘটনার প্রতিবাদে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা কসবা ডি আই অফিস থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কসবায় শিক্ষকদের আন্দোলনের সময় পুলিশের লাঠি চার্জকে দুর্ভাগ্যজক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানবিকভাবেই যোগ্য বঞ্চিতদের চাকরি ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তারপরে এই আন্দোলন স্থগিত রাখা যেতো। রাজ্য সরকার এখনও শিক্ষকদের পাশে রয়েছে এই আশ্বাস দিয়ে তিনি তাদের কোন রকম উস্কানিতে পা না দেওয়ার আবেদন জানান।

আগামী শুক্র অথবা শনিবার চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

বাইট

বিজেপি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর পুলিশের এই আচরণ বরদাস্ত করবে না বলে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট জানিয়েছেন। তিনি গতকাল সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বাংলার ইতিহাসে এই দিনটি কালা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সরকার দুর্নীতি করার পরেও যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর যে ধরনের আচরণ করেছে, তা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। বিজেপি এর বিরুদ্ধে পথে নামবে।

বাইট

গতকাল লালবাজারের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

কংগ্রেসও চাকরি হারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর পুলিশের লাঠি চালনার তীব্র নিন্দা করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এই ধরনের অমানবিক আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

বামফ্রন্টও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি এবং চাকরিহারাদের ওপর পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে আজ বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে। রাসবিহারী থেকে গড়িয়াহাট মোড় পর্যন্ত এই মিছিল শুরু হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, গতকালের ঘটনার প্রেক্ষিতে যোগ্য অযোগ্যদের মাপকাঠি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

বাইট

এসইউসিআই কমিউনিস্টও আজ রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে।

অন্যদিকে, প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি যাওয়ার পেছনে বিজেপি ও সিপিআইএম-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনের সদস্যরা গতকাল প্রতিবাদে রাস্তায় নামে । কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা

পর্যন্ত এই মিছিল করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গেছে আগামীকাল ১১-ই এপ্রিল জেলায় জেলায় বিভিন্ন ব্লকে ও ওয়ার্ডে প্রতিবাদ মিছিল করবে ছাত্র-যুবরা।

পুলিশের লাঠি চালনার ঘটনায় শিক্ষক সংগঠন গুলি তীব্র নিন্দা করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির (STEA)সাধারণ সম্পাদক নীলকান্ত ঘোষ পুলিশের এই আচরণ বর্বরোচিত উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ এর সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী যোগ্য শিক্ষক - শিক্ষা কর্মীদের ওপর পুলিশের আচরণের ধিক্কার জানিয়ে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করা ও আন্দোলনকারীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি জুটাও এই লাঠি চালনার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। জুটার সম্পাদক অধ্যাপক পার্থ প্রতিম রায়, এই ঘটনায় দোষী পুলিশ আধিকারিকদের শাস্তিরও দাবি জানিয়েছেন।

বাইট

স্কুল সার্ভিস কমিশন যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করে দেবে বলে প্রাক্তন বিচারপতি ও বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আশা প্রকাশ করেছেন । চাকরিহারাদের একাংশকে নিয়ে গতকাল তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করেন। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা ও আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে অভিজিৎবাবু জানান, যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা এসএসসি প্রকাশ করে দেবে বলে তাঁদের

ধারণা। দুদিনের মধ্যে এসএসসি ওই তালিকা প্রকাশ না করলে শনিবার থেকে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিজিৎবাবু।

এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি সাংসদের। তবে চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ওই বৈঠকে যাননি তিনি। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের এই সমস্যার সমাধানের জন্য কোন সদিচ্ছা নেই। এই সমস্যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে দায়ী করেছেন তিনি।

আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা আট মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রকৃত ন্যায় বিচার ও ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আনার দাবিতে joint প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস ও অভয়া মঞ্চ আজ সল্টলেকের সি জি ও কমপ্লেক্স অভিযান করে। করুণাময়ী মোড় থেকে মিছিল সি জি ও কমপ্লেক্স পর্যন্ত যায়।

এদিকে মিছিল পৌঁছানোর আগেই সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করে রাখা হয়। অভয়া কাণ্ডে ন্যায় বিচারে এখনো পর্যন্ত সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট সিবিআই কেন দিতে পারল না সে প্রশ্ন তোলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম ও অভয়া মঞ্চের সদস্যরা। পরে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স-এর এক প্রতিনিধি দল, সিবিআই-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সীমা হাহুজার সঙ্গে দেখা করে পরিপূরক চার্জশিট পেশের দাবি জানিয়ে চিঠি দেন।

বীরভূমের রামপুরহাট থানার তারাচুয়া মৌজায় আদিবাসীদের কৃষি জমি দখল করে অবৈধ পাথরখাদান চালনোর অভিযোগ সম্পর্কে জেলাশাসককে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি পার্থ সারথী সেন জানিয়েছেন, পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এই ধরনের খাদান চালানো সম্ভব নয়। খনি আইন না মেনে কিভাবে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে, সেই নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। জেলাশাসককেও সেব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেশকিছু মানুষ তাদের জমি জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগে মামলা দায়ের করেন উচ্চ আদালতে। আবেদনকারীদের আইনজীবী আশিষ কুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, কোন জায়গায় পাথরখাদান করতে হলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট আইন মেনে তবেই করতে হয়। কিন্তু রাজ্যে ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার দফতরের কিছু আধিকারিকের সঙ্গে অবৈধ যোগসাজস করে অসাধু ব্যবসায়ীরা এধরনের ব্যবসা চালাচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।

কলকাতা হাইকোর্ট, সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্ তিন জনের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা গতকাল এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় রাজ্যের বন দফতরকে, প্রত্যেক পরিবারকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিপূরণের এই অঙ্ক মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৪ বছর আগে বাঘের কামড়ে মৃত্যু হয়েছিল গোসাবার নিরাপদ মণ্ডলের।

পাশাপাশি ১১ বছর আগে বাঘের কামড়ে মৃত্যু হয়েছিল সুন্দরবন কোস্টাল এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মণ্ডলের এবং ৬ বছর আগে অর্জুন মণ্ডলের।

২০১৬ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলের মধ্যে ২৩টি বিলে সম্মতি দেননি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার রাজভবন জানিয়েছে ওই বিলগুলির মধ্যে পাঁচটি বিলে রাজ্যপাল সম্মতি দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে দু'টি বিল রাজ্য সরকারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে মোট ১১টি বিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বিবেচনার জন্য আলাদা করে রাখা আছে।

এই বিলগুলির মধ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এবং একটি হল 'অপরাজিতা বিল'। যা রাজ্য সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাখা আছে।

আজ মহাবীর জয়ন্তী। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যেও পালিত হচ্ছে জৈন ধর্মের ২৪ তম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের জন্মবার্ষিকী ।

মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে জৈন মন্দিরগুলি আলোর মালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে বস্ত্র দান করে থাকেন।

কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।

মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী জৈন সম্প্রদায়ের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মহাবীর জয়ন্তীর প্রাক্কালে গতকাল কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জৈন সম্প্রদায়ের একটি সংগঠনের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় তাঁর সরকার দায়বদ্ধ।

ওয়াকফ বিল প্রসঙ্গ তুলে , মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কারো সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারোর নেই। কোনো প্ররোচনায় পা না দিতেও তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

স্পটলাইট অনুষ্ঠানে এবার শুনবেন ‘ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল’ নিয়ে বিশেষ আলোচনা। অতিথি হিসেবে থাকছেন প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ আমানুল্লা এবং আইনজীবী দেবজিত সরকার। সঞ্চালনায় সন্দীপন দাশগুপ্ত।

আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় তথা শেষ পর্ব শুনবেন আজ সঞ্চয়িতায় রাত সাড়ে আটটায়। একইসঙ্গে আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগের সোশ্যাল মিডিয়াতেও এ’টি শোনা যাবে।

--------------------- ---------------------